ISBN-13: 978-81-908459-5-3

৫৩তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে

আলোচ্য প্রবন্ধাবলি

নিস্তারিণী মহিলা মহাবিদ্যালয়
পুরুলিয়া
২২-২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
কলকাতা
২০১৮

৫৩ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে
আলোচ্য প্রবন্ধাবলি

মূল আলোচ্য বিষয় ঃ

১) নতুন প্রযুক্তির আলোকে গ্রন্থাগার পরিষেবা

২) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

সম্পাদনাঃ

জয়দীপ চন্দ

নিস্তারিণী মহিলা মহাবিদ্যালয়

পুরুলিয়া

২২-২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কলকাতা

২০১৮

53rd Bengal Library Conference : Papers

Themes : 1. Library Service with the Help of New Technology
2. Different Types of Libraries and Problems of Library Staff

Venue: Nistarini Women's College, Purulia

Date : 22-23 September, 2018

প্রকাশক ঃ

গৌতম গোস্বামী, কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কিম - ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪

দূরভাষ ঃ ৮২৭৬০৩২১০২

ডিউই দশমিক বর্গসংখ্যাঃ ০২০.৬

মুখ্য সংলেখঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন *(৫৩তম ঃ ২০১৮ ঃ পুরুলিয়া)*

৫৩তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধাবলি / সম্পাদনা, জয়দীপ চন্দ. - কলকাতা ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ২০১৮

১৭২ পৃ.

আলোচ্য বিষয়ঃ ১. নতুন প্রযুক্তির আলোকে গ্রন্থাগার পরিষেবা - ২. বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

ISBN 978-81-908459-5-3 : ৩০০.০০ টাকা

১. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান - সম্মেলন ২. গ্রন্থাগার পরিষেবা ক. জয়দীপ চন্দ, *সম্পা.* খ. আখ্যা

মুদ্রক ঃ

লেজার ওয়ার্ল্ড

পি-৪এ, সি.আই.টি.রোড, কলকাতা-৭০০০১৪

দূরভাষঃ ৯৮৩১১৬১৯৬১

ISBN - 13 : 978-81-908459-5-3

মূল্যঃ ৩০০.০০ টাকা

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউণ্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

দীর্ঘ সাড়ে সাত বছর পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মাঝের এই সময়ে চিরাচরিত গ্রন্থাগার পরিষেবার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। বহু গ্রন্থাগারে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে নতুন নতুন পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পাঠ্যসূচিতে প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখযোগ্যভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার সফটওয়্যার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বা সম্মেলনে নতুন প্রজন্ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে। এই বাস্তব পরিস্থিতির উপরে দাঁড়িয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রযুক্তির প্রভাব আজ সর্বত্র। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ প্রযুক্তি ছাড়া এক পাও এগোনো সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাই গ্রন্থাগারও প্রযুক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা টিকে আছে তার পরিষেবার উপরে। গ্রন্থাগারের সুনাম, দুর্নামের অধিকাংশই নির্ভর করে গ্রন্থাগারটি কি ধরনের পরিষেবা দেয় তার উপরে। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে - বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার, কম্পিউটার, স্ক্যানার, প্রিন্টার থেকে আরম্ভ করে ইলেক্ট্রনিক গেট হয়ে আর এফ আই ডি পর্যন্ত। গ্রন্থাগারে নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগের উদ্দেশ্য মূলত দু'টি - গ্রন্থাগারকে আরো বেশি পাঠকদের কাছে নিয়ে যাওয়া, কেউ গ্রন্থাগারে আসতে না পারলেও তিনি যাতে ২৪X৭ ঘন্টা বাড়িতে বসে গ্রন্থাগারের ডাটাবেস ব্যবহার করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা এবং পরিষেবার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা। বৈদ্যুতিন মিডিয়ার যুগে মানুষ আজ বড় বেশি ব্যস্ত, একসময় যেসব তথ্য গ্রন্থাগার ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যেত না, তা আজ স্মার্টফোনে মানুষের হাতের মুঠোয়। তাহলে মানুষ গ্রন্থাগারে আসবেন কেন? এমতাবস্থায় পাঠকের সময় বাঁচিয়ে পাঠককে ধরে রাখাই গ্রন্থাগারের কাছে আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এই সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়, 'নতুন প্রযুক্তির আলোকে গ্রন্থাগার পরিষেবা'। এই অংশে মোট ৩৬টি প্রবন্ধ জমা পড়েছে।

সম্মেলনের আরেকটি আলোচ্য বিষয় 'বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা'। এই রাজ্যের নিরিখে গ্রন্থাগারিকতাবৃত্তির বর্তমান অবস্থা খুব একটা সুখকর নয়। সাধারণ গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দীর্ঘদিন ধরে লোকনিয়োগ বন্ধ। সাধারণ গ্রন্থাগারের অবস্থা এমনই উদ্বেগজনক যে কর্মীর অভাবে ৬৫২টি গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে গেছে। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে একাধিক সমস্যা রয়েছে। এইসব সমস্যা ও সমাধানের উপায় আলোচিত হয়েছে এই অংশে মুদ্রিত ৯টি প্রবন্ধে।

যদিও রাজ্য সম্মেলন, কিন্তু সম্মেলনের সীমানা দেশ ছাড়িয়ে বাংলাদেশেও গিয়ে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ থেকে ৪টি প্রবন্ধ জমা পড়েছে যার মধ্যে প্রথম আলোচ্য বিষয়ে রয়েছে দু'টি ও পরবর্তী আলোচ্য বিষয়ে রয়েছে আরো দু'টি। দুই বাংলার পরিভাষা ভিন্ন ধরনের। এই চারটি রচনার ক্ষেত্রে ওপার বাংলায় ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহারের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

বানানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান অভিধানের ষষ্ঠ সংস্করণ অনুসরণ করা হয়েছে। কোন সম্মেলন হলে শেষ মুহূর্তে একাধিক লেখা জমা পড়া যেন আমাদের একটি বৈশিষ্ট্য। মোট ৪৫টি প্রবন্ধের বেশিরভাগেরই জমা পড়া একেবারে শেষ পর্যায়ে। তাই অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে প্রুফ দেখতে হয়েছে। এর ফলে একাধিক মুদ্রণ প্রমাদের সম্ভাবনা রয়েই গেছে। আবার সবাইকে নিয়ে একসাথে চলার মতো বাধ্যবাধকতা

পরিষদের মতো দায়িত্বশীল সংগঠনের থাকায়, দেরিতে আসা বা যথোপযুক্ত নয় এমন প্রবন্ধ ফেরত দেওয়াও বেশ অসুবিধাজনক। বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী এই সম্মেলনে তাদের প্রবন্ধ পাঠিয়েছে। প্রবন্ধ প্রকাশ ও প্রবন্ধ পেশের মত কাজে তাদেরকে উৎসাহদান করাও পরিষদের একটা কর্তব্য। তাই সবদিক বিচার করেই এই সম্মেলন সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রবন্ধকারদের অনেক বক্তব্যের প্রতিই সম্পাদক সহমত পোষণ করেন না। কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন হল একটি যৌথ মঞ্চ - যেখানে বাদ-প্রতিবাদ, বহুত্ববাদ সবই মুক্তকণ্ঠে আলোচিত হয়। তাই একমত না হলেও প্রবন্ধকারদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের রচিত সব মূল বক্তব্যই এখানে মুদ্রিত হয়েছে। এ বিষয়ে কারো কোন বক্তব্য থাকলে সম্মেলনস্থলেই তা পেশ করা বাঞ্ছনীয়।

শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ সাহা, ডঃ বিমল চট্টোপাধ্যায়, শ্রী গৌতম গোস্বামী, শ্রী তীর্থঙ্কর মণ্ডল, শ্রী পুষ্পেন্দু মণ্ডল, শ্রী সঞ্জয় গুহ ও শ্রী পাঁচু গোপাল ভূঞা প্রুফ দেখার কঠিন কাজটি দায়িত্ব নিয়ে সামলেছেন। কৃতজ্ঞতা তাঁদের প্রত্যেককে। লেজার ওয়ার্ল্ডের কর্ণধার শ্রী ইন্দ্রনীল রায় যত্নের সঙ্গে এই বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা তাঁকেও। শ্রীমতী জ্যোৎস্না বৈদ্য ও শ্রী সঞ্জয় কুমার দাস ধৈর্য ধরে প্রবন্ধগুলো কম্পোজ করেছেন। তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। পরিষদের কর্মী শ্রী ইন্দ্রাশীষ দে প্রেসের সাথে সম্পাদকের দৈনন্দিন যোগসূত্র বজায় রেখেছেন। স্নেহাশিস তাঁকে। পরিশেষে এই সম্মেলন সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষজনের মিলনস্থল হয়ে উঠে তার কাঙ্ক্ষিত সাফল্যলাভ করুক সেই আশা রাখি।

সূচিপত্র

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ নতুন প্রযুক্তির আলোকে গ্রন্থাগার পরিষেবা

ড. অসিতাভ দাস ও প্রদোষকুমার বাগচী
গ্রন্থাগার বনাম তথ্যপ্রযুক্তি ১-৩

সুদীপ রায়
নতুন প্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার ভাবনা ৪-৬

নিতাই শ
মানব সম্পদ উন্নয়নে উন্নত গ্রন্থাগার পরিষেবায় তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ৭-৯

জয়দীপ চন্দ
গ্রন্থাগার পরিষেবায় বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার ১০-১৩

সৌমেন্দু প্রকাশ ব্যানার্জী
নতুন প্রযুক্তির আলোকে গ্রন্থাগার পরিষেবা ১৪-১৫

অভিজিৎ দত্ত
গ্রন্থাগার পরিষেবায় লাইব্রেরি অটোমেশনের প্রভাব ঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ১৬-১৮

ভোলানাথ পাঁজা
বর্তমান সমাজে গ্রন্থাগার পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির অবদান ১৯-২২

বন্দনা বসু
গ্রন্থাগার পরিষেবায় কিছু নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঃ সুবিধা অসুবিধা ২৩-২৪

সপ্তর্ষি সরকার
গ্রন্থাগার পরিষেবায় নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঃ সুবিধা ও অসুবিধা ২৫-২৭

বিশ্বজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রদ্যুৎ কুমার মণ্ডল
গ্রন্থাগার স্বয়ংক্রিয়করণ ঃ একটি আলোচনা ২৮-৩০

ঝন্টু মজুমদার
গ্রন্থাগার উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব ঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৩১-৩৩

মুহাম্মদ আনোয়ার হোছাইন
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রন্থাগারে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগঃ একটি পর্যালোচনা ৩৪-৩৬

শুভ্রা ব্যানার্জী ও বিনোদ বিহারী দাস
তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর গ্রন্থাগার পরিষেবা ঃ একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গ্রন্থাগার-ভিত্তিক পর্যালোচনা ৩৭-৪০

রনজিৎ নস্কর, রানা দাস ও শুভ্রা পাল
গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তাবিধানে RFID প্রযুক্তির প্রয়োগঃ একটি নিবিড় আলোচনা ৪১-৪৩

অদিতি বসু ও কল্যাণ খাটুয়া
গ্রন্থাগারে আর এফ আই ডি প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা ৪৪-৪৮

অম্লান বিশ্বাস
গ্রন্থাগার পরিষেবায় RFID প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৪৯-৫০

মৌসুমী দাস ও অভিজিৎ হালদার
গ্রন্থাগার পরিষেবায় ক্লাউড প্রযুক্তি ঃ প্রাসঙ্গিকতা ৫১-৫২

অরিন্দম সরকার ও অভিজিৎ হালদার
জনগ্রন্থাগার ও আংকিক অনুলয় উৎস ও পরিষেবা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলভিত্তিক একটি সমীক্ষা ৫৩-৫৮

অনুসূয়া বোস ও আমারুল সেখ
ডিজিটাল রেফারেন্স সার্ভিস ঃ পরিষেবা পদ্ধতি ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা ৫৯-৬১

সৌমি রায়
গ্রন্থাগার পরিষেবায় ডিজিটাল রেফারেন্স সোর্স / বিভিন্ন অনলাইন রেফারেন্স সোর্সের ব্যবহার ঃ
এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৬২-৬৪

সুকান্ত হালদার
শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারের নিরিখে ডিজিটাল তথ্যপরিষেবা ঃ একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ৬৫-৬৭

শতরূপা সাহা ও সোনালী দত্ত
ডিজিটাল ভারতের যুগে সাধারণ গ্রন্থাগারের অবস্থান ৬৮-৭০

শ্রুতি বিশ্বাস, হীরক সমাদ্দার ও সুতপা পাল
ডিজিটাল ভারতের প্রেক্ষাপটে নিরন্তর তথ্যপরিষেবা ঃ একটি পর্যালোচনা ৭১-৭৪

পাঁচু গোপাল ভূঞা ও বিশ্বরঞ্জন মান্না
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পরিষেবায় সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব ৭৫-৭৯

বিপ্লব কুমার চন্দ্র
ফেসবুক ও হোয়াটস্‌অ্যাপ-এর মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিষেবা ৮০-৮১

উজ্জ্বল পাত্র, সুজন সাহা ও প্রকাশ দাস
মুক্ত ব্যবস্থাপনায় গ্রন্থাগার ৮২-৮৪

অনির্বাণ দত্ত ও শিবশঙ্কর জানা
'গ্রন্থাগার' পত্রিকার ডিজিটাল আর্কাইভ ঃ একটি মুক্ত উৎস সফটওয়্যার ভিত্তিক রূপরেখা ৮৫-৯১

মন্দ্রিতা মুখোপাধ্যায়, মুস্তাক আহমেদ, সায়নী মুখোপাধ্যায় ও পার্থসারথী মুখোপাধ্যায়
বিবলিওগ্রাফিক ডেটা এবং অথরিটি ডেটার মেলবন্ধন ঃ একটি কোহাভিত্তিক গবেষণা ৯২-৯৬

শুভেন্দু ঘোষাল, ড. সুবর্ণ কুমার দাস ও সুরজিৎ শীল
দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পরিচালনা ও পরিষেবায় আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঃ সচেতনতার দিক্‌নির্দেশ ৯৭-১০২

বুদ্ধদেব ব্যানার্জী ও রবি শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
কলকাতার নির্বাচিত গ্রন্থাগারগুলিতে পাণ্ডুলিপির ডিজিটাইজেশন ও ডিজিটাল সংরক্ষণ ঃ একটি অধ্যয়ন ১০৩-১১১
দেবাশীষ মুখার্জী
ডিজিটাল লাইব্রেরি পরিষেবা ঃ প্রসঙ্গ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১১২-১১৬
সঞ্জয় গুহ ও অসীম কুমার দত্ত
গ্রন্থাগার পরিষেবায় প্রযুক্তির প্রয়োগ ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন বিভাগের ভূমিকার একটি সমীক্ষা ১১৭-১২৩
ড. নিতাই চন্দ্র ঘটক, ড. আশিস কুমার সাহা ও এস.এম. হুমায়ুন কবীর
মেডিকেল গ্রন্থাগার পরিষেবায় মোবাইল প্রযুক্তির প্রয়োগ ১২৪-১২৭
দেবব্রত পাল
বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে 'কোহা'র উপহার ১২৮-১৩২
পৃথা কর
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার - প্রযুক্তির মোড়কে ১৩৩-১৩৫
কৌস্তুভ চক্রবর্তী
সাধারণ গ্রন্থাগার ও বুকমার্কিং পরিষেবা ঃ একটি পর্যালোচনা ১৩৬-১৩৭

আলোচ্য বিষয় -২ ঃ বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

পম্পা ভদ্র ও মানব ঘোষ
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের সমস্যা সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা ১৩৮-১৪০
রৌনক বিশ্বাস
মালদা জেলার বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বি.এড.) কলেজ গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান সমস্যা ও তার সমাধান ১৪১-১৪৩
সত্যব্রত ঘোষাল
পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ঃ ৫৩তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের নিরিখে ১৪৪-১৪৮
বাসবেন্দু হালদার ও পীযূষকান্তি পানিগ্রাহী
সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠক হ্রাস ঃ একটি সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনা ১৪৯-১৫৪
কেকা পাত্তী
পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলন - ফিরে দেখা ১৫৫-১৫৮
আব্দুস সাত্তার
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা ১৫৯-১৬০
বীথি বসু
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের সমস্যা / সমাধান ১৬১-১৬৪
মোঃ আবুল কাসেম
কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকতা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ১৬৫-১৬৮
আবুল মাহফুজ মাজদার আহাম্মদ
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের সমস্যা এবং উত্তরণের পথ ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ১৬৯-১৭২

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রন্থাগারে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঃ একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ আনোয়ার হোছাইন

সিনিয়র এ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর, লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন ডিভিশন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

ভূমিকা ঃ

গ্রন্থাগার বা তথ্য প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়ন বর্তমানে একটি অতি প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং যতই দিন যাচ্ছে এ বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশ্চাত্যে তো বটেই বাংলাদেশেও ছোট বড় সমস্ত গ্রন্থাগার ও তথ্য প্রতিষ্ঠান এখন আধুনিকায়ন তথা স্বয়ংক্রিয়করণের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

ইউরোপে গ্রন্থাগার স্বয়ংক্রিয়করণের যাত্রা শুরু হয় আজ থেকে প্রায় ৩৬ বছর আগে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তারও আগে। এশিয়াতে বিশেষ করে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে ১৯৯০-এর দশকের শুরুতেই অনেক তথ্য প্রতিষ্ঠানে স্বয়ংক্রিয়করণ করা হয়। স্বয়ংক্রিয়করণের মাধ্যমে একটি গ্রন্থাগারের সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এটি গ্রন্থাগারিককে তথ্যবিজ্ঞানীতে রূপান্তরিত করে এবং গ্রন্থাগার সেবার সার্বিক মানোন্নয়নের পাশাপাশি তথ্যবিজ্ঞানীদের সামাজিক অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটায়। এটি এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, আধুনিকায়নের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ও তথ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব, সম্ভব বিপুল সংখ্যক ব্যবহারকারীর কাছে মানসম্মত তথ্যসেবা পৌঁছে দেয়া।

বর্তমানে সারা বিশ্বের গ্রন্থাগার ও তথ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বয়ংক্রিয়করণের ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে, বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম নয়। ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক বিশেষ ও একাডেমিক গ্রন্থাগারে পরীক্ষামূলকভাবে যে স্বয়ংক্রিয়করণ প্রচেষ্টা হাতে নেয়া হয়েছিল আজ কয়েক দশক পেরিয়ে সারা বিশ্বব্যাপী সেটি এক শক্তিশালী মূলধারায় রূপ নিয়েছে। একে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক বিশাল শিল্প, যা তথ্য প্রতিষ্ঠান স্বয়ংক্রিয়করণের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্বের স্বাক্ষরবাহী।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একটি দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থার উন্নয়ন যে কয়েকটি মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করে, তথ্য প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়ন তার মধ্যে অন্যতম। ঐতিহাসিকভাবে কিছুটা পিছিয়ে পড়া খাত হলেও সাম্প্রতিক সময়ে আমরা যদি বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থার দিকে তাকাই তাহলে এক ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ করবো। আমাদের দেশের বেশিরভাগ গ্রন্থাগারেই যদিও গ্রন্থ সামগ্রী সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সাধারণ সেবাকেই গ্রন্থাগার উন্নয়ন বোঝায় তবুও এ ধরনের মনোভাবের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সময়ের সাথে সাথে ও আধুনিক প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় গ্রন্থাগার কর্মীদের মনোভাবে পরিবর্তন ও সেবা প্রদানে পূর্বের চেয়ে অনেক উন্নতি ঘটেছে।

গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থাপনায় উচ্চ শিক্ষা, আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং বিশেষ কিছু আধুনিক গ্রন্থাগারের ভূমিকার কারণে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রন্থাগারগুলো ও অন্যান্য আরো কিছু সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলো নিত্য নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে গ্রন্থাগার সেবায় আকর্ষণীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ফলে সেবা প্রদানে গ্রন্থাগার কর্মীদের দক্ষতা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি শিক্ষার্থী, পাঠক এবং গবেষকগণও বেশি উপকৃত হচ্ছেন।

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

ইউজিসির তথ্য মতে, বাংলাদেশে সর্বমোট ১৪৭টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। যার মধ্যে ১০৩টি বেসরকারি, ৪১ সরকারি এবং ৩ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি গ্রন্থাগার আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবায় অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। এক্ষেত্রে ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সহ সরকারি, বেসরকারি কিছু প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার উদ্যোগ বেশ চোখে পড়ার মত।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ঃ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট),

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের দিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ঃ

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, আমেরিকার ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, সাউথ-ইস্ট ইউনিভার্সিটি, মানারাত বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলোতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ঃ

আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গাজীপুরে অবস্থিত ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম গ্রন্থাগার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা প্রদান করার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় ভূমিকা রাখছে। চট্টগ্রামে অবস্থিত এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন গ্রন্থাগারও আধুনিক গ্রন্থাগার সেবা প্রদান করছে।

অন্যান্য গ্রন্থাগার ঃ

এছাড়া স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় বৃহৎ আকারে না হলেও ক্ষুদ্র পরিসরে কিছু কিছু গ্রন্থাগারে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ হচ্ছে। সাথে সাথে কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার রয়েছে যারা আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

গণগ্রন্থাগার ঃ

বাংলাদেশে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা শহরে প্রায় ৭০টি সরকারি গণগ্রন্থাগার সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য পাঠক সেবা, অর্জিত শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, জীবনব্যাপী স্ব-শিক্ষার সুবিধা নিশ্চিতকল্পে গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবায় অনন্য অবদান রাখছে। তবে অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক, বিশেষ গ্রন্থাগারের তুলনায় এ সমস্ত গ্রন্থাগারে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কম।

বাংলাদেশের গ্রন্থগার সমূহে ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তি ঃ

সমন্বিত গ্রন্থাগার সফটওয়্যার ঃ

গ্রন্থাগার আধুনিকায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সমন্বিত গ্রন্থাগার সফটওয়্যার সমূহ। এ ধরনের সফটওয়্যার ইন-হাউস ও ফ্রি ওপেন সোর্স হয়ে থাকে। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার স্বয়ংক্রিয়করণের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগারগুলো এগিয়ে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ বা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার কিংবা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে চাহিদামাফিক গ্রন্থাগার সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও বর্তমানে গ্রন্থাগার উন্নয়নে নজর দিয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে গ্রন্থাগারে সেবা দেয়ার জন্য নিত্য নতুন পরিকল্পনা দিচ্ছে। ওপেন সোর্স ইনটিগ্রেটেড লাইব্রেরি সফটওয়্যার হিসেবে কোহা সফটওয়্যারের ব্যবহার বেশি বাংলাদেশে। অধিকাংশ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগারে অটোমেটেড সফটওয়্যার হিসেবে কোহার পাশাপাশি ব্যবহৃত হচ্ছে গ্রিনস্টোন (Greenstone), স্লিম (SLIM), সফটওয়্যারের মতো লাইব্রেরি ইনটিগ্রেটেড সফটওয়্যার।

ডিজিটাল রিপোজিটরি ঃ

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পাবলিকেশন, শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের গবেষণামূলক সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন রিপোজিটরি সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ গ্রন্থাগার প্রাতিষ্ঠানিক রিপোজিটরি হিসেবে ডিস্পেস (DSpace) সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। কিছু গ্রন্থাগার কাস্টোমাইজড সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। এছাড়া গ্রিনস্টোনও কয়েকটি গ্রন্থাগারে রিপোজিটরি করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

RFID (রেডিও ফ্রি কোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন)- এর ব্যবহার ঃ

গ্রন্থাগার সামগ্রী বিধিবর্হিভূতভাবে কেউ যাতে গ্রন্থাগারের বাইরে নিয়ে যেতে না পারে এবং গ্রন্থাগার সংগ্রহের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এ্যানিমাল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, ব্রাক

ইউনিভার্সিটিসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার আরএফআইডি প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।

ওপেক (OPAC)-এর প্রসার ঃ

অধুনা গ্রন্থাগার সম্পদে প্রবেশ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে অনলাইন পাবলিক অ্যাকসেস ক্যাটালগ। প্রায় সবগুলো অটোমেটেড গ্রন্থাগারেই অনলাইন পাবলিক অ্যাক্সেস ক্যাটালগ (ওপেক) সুবিধা দিচ্ছে। ফলে গবেষক, পাঠক সবাই গ্রন্থাগার সামগ্রী সার্চিং-এর ক্ষেত্রে সময় ও শ্রম বাঁচিয়ে তাদের নির্দিষ্ট সেবা দ্রুততার সাথে গ্রহণ করতে পারছে।

বারকোড প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশেও একাধিক সরকারি, বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক ও বিশেষ গ্রন্থগারে স্বয়ংক্রিয়করণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বারকোড ব্যবহৃত হচ্ছে।

আর্কাইভাল সফটওয়্যার ঃ

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি গ্রন্থাগার ও আর্কাইভস গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য আর্কাইভাল সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। বিশেষ করে সচিবালয় ও জাতীয় আর্কাইভ প্রতিষ্ঠানে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

গবেষকের প্রয়োজনে ব্যবহৃত সফটওয়্যার ঃ

ঝটেরো, মেনডেলি, গ্রামারলি, ভিউপাইনের মতো সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলো গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের গবেষণার কাজে ভূমিকা রাখছে।

ইলেকট্রনিক ডাটাবেস ব্যবহার ঃ

ইলেক্ট্রনিক ডাটাবেসে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতে প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালসমূহের সাবস্ক্রাইবার হয়ে নিজস্ব গবেষক ও পাঠককে বিনামূল্যে ই-রিসোর্সে প্রবেশের সুবিধা দিয়ে গবেষণা কাজে প্রয়োজনীয় অবদান রাখছে।

উপসংহার ঃ

উন্নত বিশ্বের সাথে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার দিকে তাকালে আমরা যে এখনো অনেকটা পিছিয়ে সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রয়েছে অনেক সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা। তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থগারগুলো এ সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা মেনে নিয়েই আধুনিক ও মানসম্মত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাধ্যমতো গ্রন্থাগার উন্নয়নে চেষ্টা করে যাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ ও ব্যবহার করে বাংলাদেশের সকল প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলো এক সময় উন্নত বিশ্বের গ্রন্থাগারগুলোর মতো গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা দিয়ে উন্নত জাতি গঠনে ভূমিকা রাখবে - সে প্রত্যাশাই করি।